PRINT

সমকাল

৪২ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠ কমছে শিক্ষার্থী

শৈলকূপায় প্রাথমিক বিদ্যালয়

১১ ঘণ্টা আগে

তাজনুর রহমান, শৈলকূপা (ঝিনাইদহ)

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪২ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান চলছে শিক্ষার্থীদের। দীর্ঘ ১০ থেকে ১২ বছর ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকায় থাকা এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন তৈরি না হওয়ায় জীবনের ঝুঁকি নিয়েই পড়ালেখা চালিয়ে যেতে হচ্ছে কয়েক হাজার শিশু শিক্ষার্থীকে। সেই সঙ্গে শিক্ষকরাও রয়েছেন ঝুঁকিতে। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে রয়েছে প্রাথমিকের শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্র। এরই মধ্যে পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ভবনের ছাদের পলেস্তারা ও ফ্যান পড়ে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পায়।

প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, শৈলকূপায় ১৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে ৪২টি। এ ৪২টি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের মধ্যে ৩১টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ৩টি পরিত্যক্ত। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘুরে ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হিতামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩টি ভবনের মধ্যে ২টি পরিত্যক্ত। একটু বৃষ্টি হলেই দুটি ভবনে শিক্ষার্থীরা আর পড়ালেখা করতে পারে না। মনোহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি পরিত্যক্ত। অথচ ভবনের ২টি রুমে চলছে আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থীর পাঠদান। তামিনগর, খরিবাড়িয়া, বাহিররয়েড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ছে। গাড়াগঞ্জসহ বেশ কয়েকটি স্কুলের ভবনের ছাদ বেয়ে পানি পড়ে।

পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা ইয়াসমিন জানান, দুটি ভবনের একটির ছাদ যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে। ভয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের আর স্কুলে আসতে দিচ্ছে না। ফলে কমতে শুরু করেছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা।

হিতামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুবিনা আক্তার বলেন, তাদের স্কুলে তিনটি ভবনের ২টি ভবন ১০ থেকে ১২ বছর আগে পরিত্যক্ত। মনোহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিতা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, তার স্কুলের ভবনটি অনেক বছর পরিত্যক্ত। তার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আড়াই শতাধিক। দুটি রুমে কোনো প্রকারে পাঠদান চালিয়ে যেতে হচ্ছে তার।

মাধবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামিমা সুলতানা বলেন, তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুটি ভবনের মধ্যে একটি ভবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম বলেন, উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪২টি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ে তারা খুব ঝুঁকির মধ্যে আছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইসরাইল হোসেন বলেন, তিনি উপজেলার ১৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪২টি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা তৈরি করেন এবং প্রতিটি ভবনের ছবি তুলে তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা থেকে শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়েছেন নতুন ভবন নির্মাণের জন্য।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com